প্রথম আলো

তারিখ 16 JAN 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

প্রথম পৃষ্ঠা পর কলাম

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা অধ্যাদেশের কার্যকারিতা স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে প্রণীত অধ্যাদেশের কার্যকারিতা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদের শেষ দিকে দেশের প্রায় ৩০ হাজার বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা বা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এতে বলা হয়, ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা কমিটির অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন আর থাকবে না। এর পরিবর্তে শ্রেণীকক্ষের প্রথম পাঁচজন মেধাবী শিক্ষার্থীর অভিভাবক কমিটির প্রতিনিধি মনোনীত হবেন। এ ছাড়া ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা কমিটি গঠনের মূল দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের ওপর ন্যস্ত করা হয়। একই সঙ্গে একজন জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিনটির বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা চেয়ারম্যান মনোনীত হতে পারবেন না মর্মে অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়। ওই অধ্যাদেশে সাংসদ বা জনপ্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তির কোনো সুযোগ রাখা হয়নি।

সূত্রমতে, নতুন রাজনৈতিক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিষয়টি নিয়ে কেউ কেউ আপত্তি তোলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাদেশটি পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, অধ্যাদেশটি সম্পর্কে কিছু কিছু আপত্তি এসেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এর কার্যকারিতা আপাতত স্থগিত করে এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, পর্যালোচনার পর এমনও হতে পারে, অধ্যাদেশটি পুরোপুরি বহাল থাকতে পারে অথবা কিছুটা সংশোধন হতে পারে। তবে যা-ই হোক না কেন, শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত হবে।

উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বরে অধ্যাদেশ প্রণয়নের ৯০ দিনের মধ্যে সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠনের দিকনির্দেশনা ছিল।